আজকের কাগজ

তারিখ ১১.৯.৯১
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ১

৫৩ ৬.০

প্রসঙ্গ ঃ শিক্ষার সংকট

গত ১১ শ্রাবণ '৯৮ তারিখের আজকের কাগজ-এ প্রকাশিত কলামিস্ট- শিক্ষক হরিপদ ভট্টাচার্যের 'শিক্ষা সংকট প্রসঙ্গে' শীর্ষক লেখাটি দেশের অগুন্তি পাঠকের মতো আমারও পড়বার সুযোগ ঘটেছে। এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ ও প্রাসঙ্গিক বিষয় নিয়ে লেখার জন্যে লেখককে ধন্যবাদ জানাতেই হয়। তেমনি মনোভাব নিয়েই লেখাটা পড়তে শুরু করে মধ্যখানে হোঁচট খেয়েছি বার বার; লেখকের কিছু অসচেতন শব্দ প্রয়োগ ও দাম্ভিকতাপূর্ণ উন্নাসিক উচ্চারণ এবং পরস্পর বিরোধী মন্তব্যের কারণে। ভিন্নমত লিখে পাঠাবার ইচ্ছে সেদিনই হয়েছিলো; কিন্তু 'লেখা' নয়, 'লেখক' ছাপানর দিকেই আজকের কাগজ-এর পক্ষপাত দেখে উৎসাহ পাইনি। সঙ্গে সঙ্গে এই আশাও ছিলো যে, নিশ্চয়ই কেউ না কেউ ঐ অসঙ্গতির প্রতিবাদ করবেন। কিন্তু হা হতোস্মি! বিষয়টি কেউই গুরুত্ব দেননি। অগত্যা, বিলম্বে হলেও লিখতে হলো, হয়তো ছাপা হবে না- একথা জেনেও।

শিক্ষা সংকটের বিষয় নিয়েই হরিপদ বাবু লেখাটা শুরু করেননি। বরং দেশের সামগ্রিক অ-ব্যবস্থা- অস্থিরতা-অবিশ্বাস-অনিশ্চয়তার ছবি দিয়েই লেখার শুরু; মধ্য পথে হঠাৎ করে 'শিক্ষা সংকটের কথাই ধরা যাক'- এই বাক্যে বাঁক ফিরে এক হাত নিলেন দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে, বিশেষ করে গ্রামীণ স্কুল-কলেজের শিক্ষক সম্প্রদায়কে; আর দেশে বর্তমান চালু ছাত্র-বেতনের স্বল্পতা বিষয়ে উচ্চারণ করলেন কিছু ব্যক্তিক ধ্যানধারণার অযৌক্তিক কথামালা। এ পর্যায়ে পড়তে পড়তে ধারণা হওয়া স্বাভাবিক দেশের সকল অসুবিধার জন্যে স্কুল-কলেজের অশিক্ষিত(!) শিক্ষকগণ দায়ী, আর দায়ী সস্তায়(!) লেখাপড়া করার অন্যায় (!) সুযোগ। অথচ শেষে বলেছেন, "এই সব কিছুর জন্যে দায়ী ঘর ভাঙা বিভেদমূলক রাজনীতি যা দেশের সর্বনাশ ঘটাবে।" শেষোক্ত উক্তিটি এতো নির্মম সত্য ও অতি ব্যবহৃত যে নতুন করে উচ্চারণে কোনো মহিমা নেই। তবে এই সুবাদে, এমন স্ববিরোধী যুক্তিজালের অভ্যন্তরে লেখক অত্যন্ত সুকৌশলে চরম অসম্মান ও অবজ্ঞা প্রদর্শন করার সুযোগ নিয়েছেন দেশের গ্রামীণ স্কুল-কলেজের শিক্ষক সম্প্রদায়কে এবং সমালোচনা করেছেন ছাত্র-বেতনের স্বল্পতা বিষয়ে। তাঁর লেখা থেকে আপত্তিকর কিছু উদ্ধৃতি সহযোগে, আমার বক্তব্য স্পষ্ট করতে চাই।

১। হরিপদ বাবু লিখেছেন, "বাংলাদেশের সংকটের মূল কথাটি হলো এই যে, বাংলাদেশের প্রত্যেকটি অংশের ওপর প্রায় সব বাংলাদেশীই আস্থাহীন, শ্রদ্ধাহীন, মমত্ববোধহীন হয়ে পড়েছে।" এই বাক্যবন্ধের 'প্রত্যেকটি অংশের' 'অংশ' শব্দটির প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। বাংলাদেশের অংশ বলতে কি বোঝাতে চেয়েছেন লেখক? সমাজ? সরকার? সরকারের বিভাগসমূহ? এ জাতীয় কিছু? এক্ষেত্রে কি 'অংশ' শব্দটি ব্যবহারযোগ্য? নাকি অন্য কোনো অর্থে লেখক প্রয়োগ করেছেন শব্দটি! এমন এলেবেলে ব্যবহারে শব্দটির যে ভিন্ন এক মাত্রা সৃষ্টি হয়ে পড়ে, লেখক ভেবে দেখেছেন কি? নাকি কোনো কিছু না ভেবে অর্বাচীন লেখকের মতো লিখেছেন?

২। শিক্ষা সংকটের বিষয়ে এসেই লিখেছেন, "...দুই লাখ শিক্ষকের শিক্ষকতার যোগ্যতা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় শতকরা আশি ভাগেরও অধিক শিক্ষকদের শিক্ষা জীবনের দুই একটি তৃতীয় শ্রেণী আছে। মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোর অনেক শিক্ষক তিন চারবার পরীক্ষা দিয়ে কোনোরকমে বিএ পাস করেছেন। কোথাও চাকরি না পেয়ে গ্রামের স্কুলে ঢুকে পড়েছেন। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার শহরে এবং গ্রামীণ স্কুল-কলেজগুলোর ছাত্রদের পাসের ফলাফল বিশ্লেষণ করলেই এই সত্যটি স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে।" দুই লাখ শিক্ষকের আশি ভাগের বেশি সংখ্যককেই তিনি অযোগ্য ভেবে নিয়েছেন। অর্থাৎ তাঁর বিচারে, এসব স্কুল-কলেজে হিসেব মতো যোগ্য শিক্ষক তবে আর থাকেই না। তাঁর জ্ঞাতার্থে বলতে হয়, গ্রামের স্কুল-কলেজগুলোতে অসংখ্য নিবেদিত প্রাণ শিক্ষক রয়েছেন যারা শিক্ষক হতেই জন্মেছেন। ভাবতে অবাক লাগে 'গ্রাম প্রধান বাংলাদেশের একজন সর্বোচ্চ ডিগ্রিধারী ব্যক্তি হয়ে, নিজে শিক্ষকতার পেশায় নিয়োজিত থেকেও-হরিপদ বাবু তাঁদেরকে অসম্মান করার স্পর্ধা কোত্থেকে পেলেন! লেখকের কি গ্রামের স্কুলে পড়বার অভিজ্ঞতা নেই? তবে কি তিনি আমেরিকা বা নিদেনপক্ষে আলোঝলমল ঢাকার বাসিন্দে! নইলে এমন সরল ও অবিবেচনা প্রসূত সমাধানে কি করে আসেন যে ঐ সব স্কুল-কলেজের অধিকাংশ শিক্ষক কোথাও চাকরি না পেয়ে গ্রামের স্কুল-কলেজে ঢুকেছেন? গ্রামের স্কুল-কলেজগুলো যে কারো বাসগৃহ নয় বা নয় কোনো শ্বশুরধাম যে ইচ্ছে করলেই সটান ঢুকে পড়া যায়, এ সত্য জানবার জন্যে তাকে একটু গ্রামে যেতে বলি। অনুমান করি লেখকের কয়েকটি প্রথম শ্রেণীর তকমা আছে; তাকেও এখন গ্রামের একটি অখ্যাত কলেজে ঢুকতে হলে যে আরো অনেক অনেক প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীধারীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার গৃহে গলদঘর্ম হতে হবে তা বোধকরি লেখক জানেন না। তারা যে কঠিন প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে চাকরিতে ঢোকেন, 'স্যার' কে তুষ্ট করে বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢোকার সঙ্গে তার বিস্তর ব্যবধান। তাই লেখকের স্কুলের লেখাপড়া যদি গ্রামেই ঘটে থাকে তবে অন্ততঃ এক সপ্তাহের ছুটি নিয়ে নিজের স্কুলের স্যারদের (অবশ্য যদি তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধাবোধের তলানিটুকু বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে শুকিয়ে না গিয়ে থাকে) কাছ থেকে একটু ক্ষমা চেয়ে আসতে পরামর্শ দিই।

তৃতীয় বিভাগের এতো আধিক্যজনিত পরিসংখ্যান লেখক কোথায় পেলেন জানি না। এটা সঠিক বা মনগড়া যাই-ই হোক না কেন, কোনো পরীক্ষায় একজন দুর্ভাগ্যক্রমে তৃতীয় বিভাগ পেলেই যে তিনি অচ্ছ্যুৎ হবেন তা কি করে ভাবা যায়? ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েরই এমন একজন শ্রদ্ধেয় শিক্ষকের কথা ব্যক্তিগতভাবে জানি, যিনি ইন্টারমিডিয়েটে তৃতীয় বিভাগ পেয়ে, বিএ পাস করে এম এ তে অসাধারণ রেজাল্ট করেছিলেন এবং তাঁরই পিএইচডি গবেষণা অভিসন্দর্ভ বাংলাদেশ ও ভারতের এক অনন্য গবেষণাকর্ম হিসেবে বিবেচিত। হরিপদ বাবুর বিচারে এই অসাধারণ মেধাসম্পন্ন চূড়ান্ত সফল শিক্ষককে তো অনতিবিলম্বে দেশের শিক্ষা সংকটের দায়ে অভিযুক্ত করতে হয়। হরিপদ বাবুকে আদত কথাটি জানিয়ে রাখি, শিক্ষক ভালো খারাপ, এ বিচার কোনো পরীক্ষায় তৃতীয় বিভাগ প্রাপ্তির মধ্যেই সর্বাংশে নির্ভরশীল নয়। প্রথম